দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 12 FEB 2009
পৃষ্ঠা ... ৩ কলাম ... ৪

বিভিন্ন শিক্ষা ব্যবস্থাকে মূল স্রোতে নিয়ে আসতে হবে

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় বক্তারা বলেছেন, আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে। প্রতিটি শিক্ষা ব্যবস্থায় পৃথক পাঠ্যক্রম রয়েছে। ফলে প্রকৃত শিক্ষা উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। বক্তরা শিক্ষার বিভিন্ন স্রোতকে একটি মূল স্রোতে নিয়ে আসার পক্ষে মত দেন।

আলোচনা সভায় বক্তারা

গতকাল বুধবার রাজধানীর বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউট (বিএআই) কার্যালয়ে আয়োজিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ড. হাসান মাহমুদ। তিনি বলেন, সমাজ অধিকতর জটিল হচ্ছে। পাশাপশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আগের তুলনায় প্রতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করায় শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা জীবনের সাথে খুবই কমই সংশ্লিষ্ট হচ্ছে। তিনি বলেন, সংসার জীবনের আলোকে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তব থেকে বিমূর্ত। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার শিক্ষা উন্নয়নে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে। তিনি বাস্তবমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউটের সভাপতি ফারুক সোবহানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর ড. বজলুল মবিন চৌধুরী, সাবেক রাষ্ট্রদূত তারিক করিম, ড. হুমায়ুন কবিরসহ বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন।

ড. বজলুল মবিন চৌধুরী বলেন, মাদ্রাসার অর্থ হচ্ছে শিক্ষার কেন্দ্র। এটা ছাত্রদের শুধু ধর্ম শিক্ষা দেবে তা নয়। তিনি বলেন, আমাদের দেশে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে। তিনি একমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর পক্ষে মত দেন। ফারুক সোবহান বলেন, বাংলাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে দীর্ঘ দিন ধরে জঙ্গীবাদের উত্থানের ক্ষেত্র হিসাবে বিবেচনা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, এ বিষয়ে সবাই একমত যে, শিক্ষার বিভিন্ন স্রোতকে একটি মূল স্রোতে নিয়ে আসার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। পাঠ্যক্রমের কোন প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত করা ছাড়াই সুনির্দিষ্ট স্বার্থে বিশেষ শিক্ষায় অতিরিক্ত কোর্স সংযোজন করা যেতে পারে বলে তিনি মত দেন।